দৈনিক খবর

২৯/৮/৯১

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

37

কলেজ শিক্ষক সমিতির ক্ষোভ, প্রতিবাদ

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল প্রিন্সিপাল এ কে এম শহীদুল্লাহ এবং বাংলাদেশ (বেসরকারী মাধ্যমিক) শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের চাপের মুখে সরকার বেসরকারী স্কুল, কলেজ জাতীয়করণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের খবরে গভীর ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা এবং তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

বিবৃতিতে শিক্ষক ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের বেতন স্কেল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে উপনিবেশিক আমল থেকে সৃষ্ট অন্যায় ও অযৌক্তিক বৈষম্য দূর করে এক এবং অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে শিক্ষা জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়ার ঐতিহাসিক ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৯৮০ সালে সমযোগ্যতা, সমঅভিজ্ঞতা ও সমদায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের একই বেতন স্কেল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষকদেরকে জাতীয় বেতন স্কেলের শতকরা ৫০ ভাগ প্রদান করা হয় যা পরবর্তীতে বিগত সরকারের আমলে শতকরা ৭০ ভাগে উন্নীত হয়। শহীদ জিয়ার অসমাপ্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষকদের অনুদানের হার বাড়ানোর পরিবর্তে কমানোর দুঃখজনক এবং হতাশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে সমগ্র দেশের শতকরা ৮৯ ভাগ শিক্ষার দায়িত্ব নিয়োজিত বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়বে। খবর বিজ্ঞপ্তির।